ভগবৎ স্বরূপের পথে

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ঈশ্বরকোটির ঋষিগণের সাধনার পথে একমাত্র লক্ষ্য হয় ভগবৎস্বরূপে রূপান্তরিত হওয়া বা ভগবৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এক্ষেত্রে ''ভগবৎস্বরূপ'' বলিতে গোলোকাধিপতি পরমপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকেই বুঝানো হইতেছে। ইহা ভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের অভিন্ন আরেক রূপ চতুর্হস্ত সম্পন্ন বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীহরি নারায়ণকেও বলা হইতেছে। ঈশ্বরকোটির ঋষিগণের সাধনার ক্ষেত্রে পূর্ণযোগের সাধনায় সর্বপ্রথম অর্জিত হয় পরমশিবত্ব। পরমশিবত্ব হইল পরমব্রহ্মস্বরূপের যোগ পর্য্যায়ে নবম ভূমি অথবা নবমুণ্ডির আসন। এই নবম ভূমিতে পরমশিব সত্তা তাঁহার পরমেশ্বরী শক্তি সত্তাকে লইয়া এক অটল সামরস্য অবস্থায় নিত্যস্থিত হইয়া অবিচ্ছেদ্য সময়ের জন্য অবস্থান করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় অবস্থান করিতে করিতে ক্রমশঃ উহাদের দ্বৈতাদ্বৈত স্থিতি পরিপক্ক হইয়া উঠে এবং উহারা মহাপ্রাণময় ভূমিতে মহাকারণ জগতে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম হন। মহাকারণ চেতনায় ক্রমাগত অবগাহন করিতে করিতে একসময় উহাদের হিরণ্যতনুসম মহাকারণ দেহ নির্মাণ হইয়া যায়। তখন মহাকারণ ভূমিতে বৈকুণ্ঠলোকে ইচ্ছামাত্রেণ গমনাগমন সম্ভব হয়। বৈকুণ্ঠলোকে ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষিগণেরা সগুণব্রহ্ম সনাতনের তনুধারী ভগবান শ্রীহরি নারায়ণের সান্নিধ্য প্রাপ্তিতে স্বীয় প্রকৃতিগত গুণাদি বৈষম্যের আধারে (যে সত্তার যেমন স্বভাব ও গুণ সেই অনুযায়ী) সাযুজ্যে স্থিতি হয়। প্রথমে নিত্য ভগবানের ভক্ত রূপে এবং তৎপরে কারণিক ভগবানের ভক্তির শক্তি ও প্রেমভাবের চিন্ময় প্রভাবে, নিত্য ভগবৎ স্বরূপের সহিত প্রথমে সাযুজ্য ও তৎপরে স্বারূপ্যলাভ করিতে সক্ষম হয়। সাযুজ্য ও স্বারূপ্যলাভে ঋষিগণ নিত্য ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দুইয়েরই অধিকারী হন। পরমশিবত্ব লাভ করিয়া প্রথমে ঋষিগণ হন ''ব্রহ্মবেত্তা'', ব্রহ্মবেত্তা ঋষিগণ অতি সহজেই শ্রীভগবানের অনুকম্পায় সাযুজ্য লাভ করেন। শ্রীভগবানের সাযুজ্যলাভে তাঁর অতুল অনন্ত যোগৈশ্বর্য্যের মহিমার অধিকার লব্ধ হয় তখন। কিন্তু মাধুর্য্যের পরিপূর্ণ অধিকার হয় না; নিত্য ভগবানের করুণায় উহারা স্বারূপ্য লাভ করিলে পরে তবেই হয় মাধুর্য্যের অধিকার। মাধুর্য্যের অধিকারী হইলে পরে তবেই গোলোকের রাসলীলা দর্শনের অধিকার লাভ হয়। ভগবানের নিত্যলীলা দর্শন বিলাসে ঋষি-সত্তার সম্বোধি উপলব্ধি ক্রমশঃ সাধনার পথে শ্রীকৃষ্ণ সাযুজ্যে উপনীত করে। তখন ঈশ্বরকোটির ঋষি হন ভগবান-স্বরূপ। ভগবানের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি হন ''ভগবৎবেত্তা''। ভগবৎবেত্তারূপে অবস্থান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় একসময় সেই ঋষিসত্তা শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন। নিত্যকৃষ্ণের সঙ্গে স্বারূপ্যলাভের পথে আরও কিছু নিগুঢ় ব্যাপার রহিয়াছে যাহা এক্ষেত্রে বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। যাহা হউক, তখন এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবৎলীলায় অংশগ্রহণ করিবার শক্তি এবং অধিকার হয় সেই ব্রহ্মবেত্তার। তখন আরম্ভ হয় আরেক পর্য্যায়ের সাধনার ধারা — তাহা হইল, নিত্যভগবৎ স্বরূপের দেবতার অংশে যুগ প্রয়োজনে এই ব্রহ্মাণ্ডে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিতে মহাবতাররূপে বা অবতাররূপে অবতরণ ও ভগবৎলীলায় মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ। তাহলে আমরা এক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছি যে, যে কোনও ঈশ্বরকোটির ঋষির সাধনার দুটি দিক — একটি ব্রহ্মবেত্তারূপে পরমশিবত্ব অর্জন এবং অপরটি ভগবৎবেত্তারূপে নিত্য সনাতন

ভগবান কার্তিকেয়

শ্রীভগবানের সঙ্গে স্বারূপ্যলাভে দেবত্বের অবতার রূপে ব্রহ্মাণ্ডে ভগবৎলীলায় অংশগ্রহণ। যেমন, ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারকে আমরা দেখিতে পাই নারায়ণের অবতার শিব-পার্বতী পুত্র ভগবান ''কার্তিকেয়'' রূপে। তবে এই ব্রহ্মাণ্ডে যুগ প্রয়োজনে কোনও ভগবৎলীলা সংঘটনের পিছনে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন না কোনও মহান ঋষির অভিশম্পাত রহিয়াছে, এমনকি নিত্য ভগবানেরও যখন অবতার এই ধরাতলে অবতরণ করিয়া থাকে তখনও তাঁহার পিছনে কোনও কারণ অবশ্যই থাকে, পুরাণের ইতিহাসে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্র

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রথম অধ্যায়ে আছে যে, একদা রাজা অরিষ্টনেমি বাল্মীকি মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন, ''হে মুনিবর! রাম কে? তিনি বদ্ধ না মুক্ত? তাঁহার স্বরূপ কি?'' তদুত্তরে বাল্মীকি মুনি বলেন — ''হে রাজন্! আপনার ইষ্ট বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান্ নারায়ণই স্বীয় ভক্তপ্রদত্ত অভিশাপের মর্য্যাদাদান-কল্পে 'রাম' রূপে পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়া কিছুকাল অল্পজ্ঞের ভান করিয়াছিলেন। আসলে তিনি নিত্য নারায়ণই — শুধু মর্ত্যলীলায় মানুষী তনু ধারণ করিয়া মনুষ্যোচিত আচরণ করিয়াছিলেন।'' তখন রাজা জিজ্ঞাসা করেন, ''অভিশাপের কারণ কি এবং কেই বা এই অভিশাপ প্রদান করেন?'' রাজার প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বাল্মীকি বলিতে লাগিলেন — ''একদা ভগবান্ সনৎকুমার ব্রহ্মলোকে আসীন আছেন, এমন সময়ে ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইলে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং সত্যলোকবাসীগণ সকলেই তাঁহার পূজা-বন্দনা ও স্তবস্তুতি করেন। কিন্তু ভগবান সনৎকুমার ত্রৈলোক্যাধিপতিকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তখন বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন, 'হে সনৎকুমার! দেখিতেছি তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেকহীন — তাই আমার প্রতি তোমার এইরূপ অজ্ঞানোচিত আচরণ। আমি অভিশাপ দিতেছি, তুমি স্মরদেবের অবতার 'কার্তিকেয়' রূপে জন্মগ্রহণ করিবে। তখন সনৎকুমার বলিলেন, 'আমিও আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে আপনিও কিছুকালের জন্য স্বীয় ভগবত্তা এবং সর্বজ্ঞতা ভুলিয়া মর্ত্যজীবের মত আচরণ করিবেন।' — ব্রহ্মশাপ অলঙ্ঘনীয়। শ্রীরামচন্দ্রের অবতার লীলায় তিনি যে পত্নীবিরহে কাতর হইয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য তাঁহার ভগবত্তা বিস্মরণ হইয়াছিল, ইহা মূলতঃ ভগবান সনৎকুমারের অভিশাপ, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার, ভগবান কার্তিকেয় তারকাসুর বধের জন্য মহাদেবের তেজে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান তারকাসুর দেবগণের উপর প্রবল অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। দেবগণ তখন ব্রহ্মার উপদেশে মদনদেবের শরণাপন্ন হন। অন্যদিকে মদন-প্রভাবে পার্বতীর সহিত বিহারকালে মহাদেবের তেজ পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী ইহা ধারণে অসমর্থ হইয়া অগ্নিতে উহা নিক্ষেপ করেন। তৎপরে অগ্নি সেই তেজ গঙ্গাগর্ভে সঞ্চার করেন; কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল ধারণে অসমর্থ হইয়া গঙ্গা উহা সুমেরু পর্বতের পার্শ্বে গঙ্গাতীরে শরবনে পরিত্যাগ করেন। সপ্তর্ষিদের মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী এবং অবশিষ্ট ছয় ঋষির পত্নীরা কৃত্তিকাগণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সেই সময়ে কৃত্তিকাগণ ছয়জন গঙ্গাস্নান করিয়া প্রাতঃকালে নদীতীরস্থ অগ্নি সেবন করিয়াছিলেন এবং সেই অগ্নির তেজে তাঁহারা গর্ভবতী হন। পরে তাঁহারা সেই তেজ হিমালয়ের শিখরে পরিত্যাগ করেন এবং সেই সম্মিলিত তেজ হইতে এক অদ্ভুত দিব্য শিশু 'কুমারের' আবির্ভাব হইল। কৃত্তিকাগণের গর্ভে কুমারের জন্ম হয় বলিয়া সেই দিব্য বালক 'কার্তিকেয়' নামে খ্যাত হন। কৃত্তিকাগণ স্তন্যদানে তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। শিবপত্নী পার্বতীদেবী দেবগণের নিকট এই বিষয় অবগত হইয়া কার্তিকেয়কে তাঁহার নিকটে আনয়ন করেন। মহাদেবের ও অগ্নির তেজ 'ক্ষরিত' বা 'স্কন্ন' হওয়াতে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার অপর নাম স্কন্দ'।

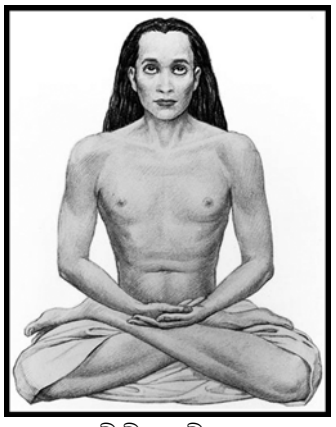
শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ

কার্তিকেয়র জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন প্রকার কাহিনী লিখিত রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে সত্যদৃষ্টি অবলম্বনপূর্বক বাস্তবায়িত রূপে কিছু তথ্যাদি এইখানে উদ্ধৃত করা হইল। ভগবৎলীলায় অন্তর্নিহিত যোগতত্ত্ব ও আচরণীয় লীলা দুই-ই একই সঙ্গে সংঘটিত হয়। তাই সেই সত্যের ভিত্তিতেই কার্তিকেয়র জন্মবৃত্তান্তখানির প্রকৃত অর্থ এইস্থলে লিখিত হইল। এই ভগবান সনৎকুমার, যিনি কার্তিকেয়র অবতার হইয়া সনাতন ধর্মরক্ষা করিয়া ছিলেন, ইনিই হইলেন মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার গুরুদেব।

ভগবান কার্তিকেয়র জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে অন্তর্নির্হিত একটি যৌগিক অর্থ রহিয়াছে। তাহা এইরূপ — মহাদেব গভীর ধ্যান মগ্ন হইয়া নির্বিকল্পভাবে সমাধিতে সদাই নিমগ্ন রহেন — তাই তিনি মহাযোগীশ্বর দেবাদিদেব। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে তিনলোক জর্জরিত হইলে পরে তখন দেবতারা মদনদেব, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিভূ এই সৃষ্টিমধ্যে, যাঁহাকে কামদেব বলা হয়, যাঁহার প্রভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রকরণের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই মদনদেবের শরণাপন্ন হন যাহাতে মদন-বাণের প্রভাবে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া সিসৃক্ষার ইচ্ছা অন্তরে জাগ্রত হয় এবং তখনই মহাদেবের তেজ হইতে ভগবানের অবতারকল্পগুণ সম্বলিত বিগ্রহ আবির্ভূত হইতে পারে, যিনি তারকাসুরকে বধ করিতে সক্ষম হইবেন। বাস্তবিকভাবে হইয়াছিলও তাই। মদন বাণে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া পার্বতীদেবীর সহিত বিহারকালে মহাদেবের মহাতেজ, যাহা ব্রহ্মাগ্নি সদৃশ, পৃথিবীতে পতিত হইলে পরে, সেই ভীষণ তেজ পৃথিবী ধারণ করিতে না পারিয়া তখন অগ্নিতে উহা নিক্ষেপ করেন। এক্ষেত্রে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অর্থে সৌরমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হওয়াই বুঝানো হইয়াছে। সেই সৌরমণ্ডলের অগ্নিতে তেজ নিক্ষিপ্ত হইলে পরে তখন অগ্নিদেব উহা গঙ্গাগর্ভে সঞ্চারিত করেন। গঙ্গার ধারা তিনলোকে প্রবাহিতা। তাই গঙ্গাগর্ভে তেজ পতিত হইলে তখন গঙ্গার ধারা সর্বদা স্রোতস্বিনী হওয়ায় অধিককাল সেই তেজ ধারণে অসমর্থ হইলে পরে গঙ্গা উহা হিমালয়ের পাশে গঙ্গাতীরস্থ শরবনে পরিত্যাগ করেন। সেই সময়ে কৃত্তিকাগণ গঙ্গাস্নান করিয়া নদীতীরস্থ অগ্নিদর্শনে অগ্নিসেবন করিয়াছিলেন এবং সেই অগ্নি সেবনের কালে অগ্নির তেজ ব্রহ্মজ্যোতির-কণারূপে ব্রহ্মাণুর আকারে তাঁহাদের গর্ভে প্রবিষ্ট হয়, যাহার ফলস্বরূপ তাঁহারা গর্ভবতী হন। পরে তাঁহারা কোন সময়ে সেই ব্রহ্মজ্যোতির-কণারূপ তেজ হিমালয়ের শিখরে কোন এক স্থানে সম্মিলিতভাবে পরিত্যাগ করেন এবং পরিত্যক্ত তেজ জ্যোতির্বিন্দু কণ-কণ রূপে সমষ্টিভূত হইয়া একত্রিত হইলে পরে তখন আপনা হইতেই সেই বিন্দুসম জ্যোতিঃপুঞ্জগুলি একত্রিত হইয়া তা হইতে এক অত্যদ্ভুত দিব্যশিশু 'কুমারের' আবির্ভাব হয়।

'কুমার' অর্থে ক + উ + ম + আ + র = 'ক' অর্থে, ক + অ অর্থে অব্যক্ত ভূমি হইতে কালের আদি অবস্থায় যে শক্তির উদ্ভব হয়, যাহাতে 'কলন' রহিয়াছে এবং উহা পরপরাসম্বিৎময়; 'উ' অর্থে চিতি শক্তি বা সৎ-এর চিৎ শক্তি; 'ম' অর্থে ওঙ্কার বা প্রণবরূপী শিববিন্দু; 'আ' তে আনন্দ বা আনন্দাংশে এবং 'র' অক্ষরে শক্তি বুঝায়। শক্তির ত্রিরূপ — ইচ্ছা-জ্ঞানা-ক্রিয়া; ওই 'কুমার'ই হইল আদিশক্তির স্বরূপ, মহাবীর্য মহাবল মহা-মহাশক্তি। আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয় রিপুগণের প্রতিভূ তারকাসুরের তাড়নায় সাধক হন জর্জরিত। দেহাভ্যন্তরস্থ সেই তারকাসুরকে বধ করিতে হইলে হৃদয়-কমলস্থিত নারায়ণ বা নারায়ণী শক্তিকে জাগ্রত এবং উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। হৃদয়স্থিত প্রবুদ্ধ নারায়ণ বা নারায়ণী শক্তিকে কুমার বা কুমারী শক্তি বলা হয়। যাহা পরমব্রহ্মের আদি স্পন্দিত প্রবাহ। কৃত্তিকাগণ অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তভূমির সপ্তগোলক (অর্থাৎ, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যঃ) - এর সপ্তধা শক্তিপুঞ্জ। কার্তিকেয়র মধ্যে ছয় ঋষিকার আভ্যন্তরীন যে ষষ্ঠ গোলোকের সমগ্র শক্তি সমন্বিত ছিল, তারই সমষ্টিভূত শক্তিচৈতন্যের প্রভাবে চিন্ময় পঞ্চভৌতিক বা সপ্তভৌতিক দেহ গঠিত হইয়াছিল ব্রহ্মজ্যোতির সমন্বয়ে। কার্তিকেয়র দেহ দিব্যের অনুশাসনে নির্মিত। কার্তিকেয় নারায়ণের প্রতিভূ। নারায়ণ হইলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমষ্টিভূত বীর্যের জ্যোতিরূপ প্রকাশময় দিব্যতনু; যিনি কিনা সাক্ষাৎ বলরাম স্বরূপ। বলরাম সদ্‌গুরুশক্তি। এই সদ্‌গুরুশক্তি হৃদয়পদ্মে যখন শৈশবাবস্থায় কুমাররূপে অবস্থান করে তখনই আত্মানারায়ণ সত্তার বক্ষে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে এবং পূর্ণবিবেক জাগ্রতাবস্থায় সাধক ক্রমশঃ মায়া-প্রপঞ্চের প্রাকৃত বন্ধন হইতে আত্মসত্তাকে মুক্ত করিতে সক্ষম হন। তখনই সম্ভব হয় অন্তরের তারকাসুর বধ।

ভগবান কার্তিকেয়র জন্মবৃত্তান্ত অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার জন্ম প্রকৃতপক্ষে 'অযোনিসম্ভব' জন্ম। ইনি ব্রহ্মতেজসম্পন্ন জ্যোতি হইতে সৃষ্ট। ব্রহ্মজ্যোতি হইতে সৃষ্ট বলিয়া গর্ভ হইতে গর্ভান্তরে ভ্রমণ করতঃ ইনি অবশেষে

ধরিত্রী মণ্ডলে প্রকট হইয়াছিলেন দিব্যতনু ধারণ করিয়া এবং ইনি 'কুমার' অবস্থা হইতেই ছিলেন অসীম মহাবল সম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। ইহাই দেবদেহ ধারণ ও ভগবৎলীলা নায়করূপে সনাতন ধর্মরক্ষক হইয়া ভগবান সনৎকুমারের সাধনার অবতারত্বের অন্য আরেকটি দিক।

অযোনিসম্ভব দেহ ধারণ করিতে গেলেও চাই তপস্যা। নারায়ণত্ব অবস্থাপ্রাপ্ত ঈশ্বরকোটিগণের ভগবৎস্বরূপের পূর্ণতার পথে ইহাও সাধনার একটি বিশেষ ব্যাপার। বহুভাবে বহুপ্রকারের কৌশল অবলম্বন করিয়া অযোনিজ দেহধারণ করা সম্ভব এই সৃষ্টিমধ্যে। ১) ভর্গদেবের চিন্ময় আদিত্যরশ্মিকে অবলম্বন করিয়া, ভগবৎ সত্তাংশের মহাকারণ জ্যোতির্ময় কণা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ধ্যানরত অবস্থায় মস্তকের আদ্যামূলা কেন্দ্রে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বার দিয়া কূটস্থে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মদেবের চিত্তসংকল্পিত রূপের আকার এবং সে অবস্থার ভাবপ্রাপ্ত হইয়া, দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন দেহধারণ করিয়া, সুষুম্নার পথে ব্রহ্মার দেহের মস্তক-গ্রন্থি স্থানের ব্রহ্মরন্ধ্রের ছিদ্র দিয়া প্রকটিত হয় সত্যলোকের প্রাকৃতিক মণ্ডলে। এইভাবে শ্রীহরিনারায়ণের অংশে শুধুমাত্র সনকাদি চতুঃসন ঋষিগণ কেন অন্যান্য আরও অযোনিসম্ভবা সৃষ্টিকে পরমপিতা ব্রহ্মা সৃজন করিয়াছিলেন পরবর্তী সৃষ্টিকল্পে। ২) ভূমণ্ডলের জন্ম প্রকরণে ভর্গদেবের চিন্ময় আদিত্য রশ্মি অবলম্বন করতঃ সুষুম্নার পথে ব্রহ্মনাড়ীর ব্রহ্মমার্গে ভগবৎসত্তাংশ কণার মাতৃজঠরে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব। ৩) বহু দিব্য মহাত্মাগণ ভগবৎস্বরূপে পূর্ণতার পথে চলাকালীন কারণ এবং সূক্ষ্ম লোকাদিতে অবস্থান করিয়া জগৎকল্যাণ সাধন করেন। কখনো কখনো তাঁহারা কোন দেহধারণ করিতে হইলে অনেক সময় দিব্য ভর্গরশ্মি অবলম্বন করতঃ সুষুম্না মার্গে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া প্রথমে আপন পিতা-মাতা নির্বাচন করেন এবং তৎপরে তাহারা মাতার কূটস্থ অবলম্বন করিয়া জ্যোতিরূপে গর্ভস্থ হন।

ঈশ্বরকোটি ভিন্ন এইরূপ অযোনিজ দেহধারণ করিতে অন্য কেহ সক্ষম হন না। অযোনিজ দেহ নির্মাণ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহা সম্পূর্ণ দিব্যের নিয়মে সঞ্চালিত হয়। দিব্যের অনুশাসনে ভগবৎ স্বরূপের মহা ইচ্ছায় এই প্রকার অযোনিসম্ভব তনুধারণ ঈশ্বরকোটির সত্তার পক্ষে সম্ভব হয়। জীব কোটির ক্ষেত্রে অযোনিজ সৃষ্টিতে আবির্ভূত হওয়া এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি প্রকরণে মহা প্রজাপতি ব্রহ্মার অযোনিজ মানস পুত্রাদি সৃষ্টিগুলি সব কালের মধ্যেই সৃষ্টি হইয়াছিল।